‘শরৎ’ আলোয় ‘প্রেমে’র ছটা ঃ দুই গল্প – এক ভাবনা

—মহাদেব দাস

ভারতীয় কথাসাহিত্যে জনপ্রিয় ও বহু পরিচিত দুই কথাকার হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মুন্সী প্রেমচন্দ। একজন হিন্দী সাহিত্যের দিকপাল, অন্যজন বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী। বিশ শতকের প্রথম তিনটি দশক জুড়ে এই দুই সাহিত্যিক গল্প ও উপন্যাসের রাজ্যে স্বমহিমায় বিরাজ করেছেন।

দুজনই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, শরৎচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রেমচন্দ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যু ও এক আধ বছরের আগে পিছে, ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেমচন্দ আর ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র প্রয়াত হন। কি উপন্যাস কি গল্প উভয় সাহিত্য শাখাতেই তাঁদের ভাবনার ভাবগত ও বিষয়গত এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আমরা তাঁদের দুটি গল্পের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা উক্ত সমমানসিকতার পরিচয় নেব।

দুটি গল্প — ‘অভাগীর স্বর্গ’ এবং ‘সদ্‌গতি’। শরৎচন্দ্রের ‘অভাগীর স্বর্গ’ ও প্রেমচাঁদের ‘সদ্‌গতি’। আপাতদৃষ্টিতে গল্প দুটি দেখলে মনে হতেই পারে যে এদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। কিন্তু গল্পদুটির অন্তরঙ্গ পাঠে যদি আমরা প্রবেশ করি তাহলে দেখা যাবে যে, গল্প দুটির মধ্যে অনেক সমতা রয়েছে। এমনকি গল্পের মূল মোটিভও অনেকটাই এক। প্রথমেই আসি যে গল্প দুটির মধ্যে লেখকগণ আসলে কি দেখাতে চেয়েছেন —

১। গ্রামীণ পটভূমিকায় উচ্চনীচ বর্ণভেদের নিষ্ঠুর বাস্তবতা।
২। ধনী–গরিবের বৈষম্য।
৩। সমাজের দরিদ্রতম মানুষেরা
৪। সমাজপতিদের অন্ধসংস্কার।
৫। সামাজিক ন্যায়বোধের অভাব ও অচ্ছুৎ সমস্যা।

দুটি গল্পেই চারটি করে পরিচ্ছেদ রয়েছে। এবং আশ্চর্যরকমভাবে দুটি গল্পের মধ্যেই চরম দ্বন্দ্ব রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের মধ্যে। দুটি গল্পের মধ্যেই রয়েছে তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের নিষ্ঠুর বাস্তবতার নিদারুণ চিত্র। একটি হল দুলে বৌ অভাগীর কাহিনি, অন্যটি হল দুখী চামারের কাহিনি।

‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে অভাগীর স্বর্গলাভের বাসনা প্রকৃত অর্থে অপূর্ণই থেকে গেছে। প্রবল সংস্কার বশত মৃত্যুর পূর্বে ছেলে কাঙালিকে সে বলে —